Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

২২ ভাদ্র ১৪৩২

06 September 2025

নয়া দিগন্ত

ডাকসুর ৫ ভিপি প্রার্থীর সাক্ষাৎকার

শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানই প্রধান প্রতিশ্রুতি

ছাত্রী বোনদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি : সাদিক কায়েম

আবাসন সঙ্কটের সমাধান অগ্রাধিকারের শীর্ষে রয়েছে : আবিদুল ইসলাম

ক্যাম্পাসে দখলের রাজনীতি ফিরতে দেবো না : আব্দুল কাদের

সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা প্রয়োজন : উমামা ফাতেমা

শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে কাজ করব : শেখ তাসনিম আফরোজ

সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২২ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

06 September 2025

আবাসন সঙ্কটের সমাধান অগ্রাধিকারের

১ম পৃষ্ঠার পর

কাজ এবং পরিকল্পনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নয়া দিগন্ত : নির্বাচিত হলে আপনি প্রথমেই কোন বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবেন? বিশেষ করে নারীশিক্ষার্থীদের আবাসন সঙ্কট নিয়ে আপনাদের কী পরিকল্পনা?

আবিদুল ইসলাম খান : আবাসন সঙ্কট আমাদের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে কিছু হল নির্মাণের জন্য বাজেট পেয়েছে এবং আমরা চাই সেগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন হোক। যাদের বাইরে থাকার কোনো উপায় নেই, তাদের জন্য খুব দ্রুত অস্থায়ী ব্যবস্থা করা আমাদের লক্ষ্য। আমরা এই সমস্যার সমাধানে নির্বাচনের পরপরই কাজ শুরু করতে প্রস্তুত।

নয়া দিগন্ত : একটি গুজব আছে যে ছাত্রদল নির্বাচন চায় না এবং সাম্প্রতিক রিটের পেছনে আপনাদের ষড়যন্ত্র রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

আবিদুল ইসলাম খান : আমরা সব সময়ই একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিনিধি বেছে নেয়ার সুযোগ পাবে। আমরা সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করি এবং আমরা নিশ্চিত যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চলবে।

নয়া দিগন্ত : নির্বাচনের ফলাফলে কারচুপির কোনো আশঙ্কা করছেন?

আবিদুল ইসলাম খান : না, আমরা ইতিবাচক চিন্তা করি। আমাদের বিশ্বাস, একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা নিয়ে প্রচার চালানো।

নয়া দিগন্ত : শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন? তারা কী ধরনের প্রত্যাশার কথা বলছে?

আবিদুল ইসলাম খান : অভাবনীয় সাড়া পাচ্ছি। শিক্ষার্থীরা আমাকে উষ্ণভাবে গ্রহণ করেছে এবং তারা পরিবর্তন ও উন্নয়ন চায়। তারা আবাসন, শিক্ষার গুণগত-মান এবং ক্যাম্পাসের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার কথা বলছে। আমি তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

নয়া দিগন্ত : সারা দেশে ছাত্রদলের নানা সহিংসতা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ঘটনা ঘটছে, এর প্রভাব ভোটে পড়বে বলে মনে হয়?

আবিদুল ইসলাম খান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সব সময় শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। আমরা শিক্ষার্থীদের সেবা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীরা আমাদের কাজ এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে তাদের সিদ্ধান্ত নেবে।

নয়া দিগন্ত : ছাত্রদলের হল কমিটি নিয়ে নানা আলোচনা আছে, শিক্ষার্থীদের হলে রাজনীতি নিয়ে শঙ্কাও আছে।

আবিদুল ইসলাম খান : আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির পক্ষে, যেখানে বিতর্ক এবং আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সব শিক্ষার্থী নিরাপদ বোধ করবে এবং তাদের কথা শোনা হবে। আমরা হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চাই।

ক্যাম্পাসে দখলের রাজনীতি ফিরতে

১ম পৃষ্ঠার পর

আব্দুল কাদের : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা শঙ্কা দেখতে পাচ্ছি। তারা একটা আস্থার জায়গা চায়। নব্বইয়ে একটা গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল, এরপর কোনো পরিবর্তন জাতি দেখতে পায়নি। চব্বিশের পর আবারো যদি সেই আগের কালচার ফিরে আসে তাহলে তাকে নিরাপত্তা দেবে কে? ফের গেস্টরুম-গণরুম প্রথা চালু হবে না তো? এই শঙ্কা শিক্ষার্থীদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা আমাদের বিগত সময়ের কার্যক্রম দেখেছে। সর্বশেষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে লড়াইয়ে আমরা সামনে ছিলাম। পাশাপাশি স্বৈরাচার পতনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে সাধ্যমতো কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমরা নির্বাচিত হলে ক্যাম্পাসে আর দখলদারির রাজনীতি ফিরতে দেবো না। নির্বাচিত না হলেও এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

নয়া দিগন্ত : হলে ছাত্ররাজনীতি ও হল কমিটির বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

আব্দুল কাদের : আমরা চাইব না আমাদের হাত ধরে ক্যাম্পাসে গণরুম-গেস্টরুম কালচার ফিরুক। যেমনটা শিবির করছে। তারা যদি বলত– আমাদের হল কমিটি আছে, দাওয়াতি কাজ করছি, নামাজ পড়ছি, তাহলেও মেনে নেয়া যেত; কিন্তু তারা হল কমিটি গোপন রেখে কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর দেখাদেখি অন্যরাও শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক প্রোগ্রামে নিয়ে যাবে। যেমনটা আমরা দেখেছি, এস এম ফরহাদের বক্তব্যের পরপরই ছাত্রদল কমিটি দিয়েছে। আমরা হলে কোনোভাবেই গণরুম-গেস্টরুম কালচার ফিরতে দেবো না।

নয়া দিগন্ত : প্রচারণা শুরুর পর আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আসছে, এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

আব্দুল কাদের : আচরণবিধি লঙ্ঘনের সূচনা করেছেন ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামীম। মনোনয়ন সংগ্রহের সময় তিনি নেতাকর্মীদের নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে প্রবেশ করেন, যা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এটা সম্পূর্ণ বিধিমালার লঙ্ঘন। শুধু তাই নয়, তিনি সেই ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। আচরণবিধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেও তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা দেখেছি, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ছাত্রদলের প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের পরে ফরম তুলতে গেলে শিক্ষার্থীরা প্রতিরোধ করে। ছাত্রদল এটাকে 'মব' বলে সংবাদ সম্মেলন করে এবং নির্বাচন কমিশন প্রার্থিতা গ্রহণের সময়সীমা এক দিন বাড়িয়ে দেয়। আমরা মনে করি, কোনো দলের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে, জুজুর ভয় না পেয়ে প্রশাসন যদি শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট রক্ষা করতে পারে, তাহলে কোনো শঙ্কা থাকবে না।

নয়া দিগন্ত : আপনার প্যানেলের সম্ভাবনা কেমন দেখছেন?

আব্দুল কাদের : যেহেতু শিক্ষার্থীরা পুরনো ব্যবস্থা ফিরে আসা নিয়ে শঙ্কিত, তাই যারা পরিবর্তনের আশায় চব্বিশের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের ওপরই শিক্ষার্থীরা আস্থা রাখতে চায়। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই আমি ও আমার প্যানেলের সম্ভাবনা বেশি দেখছি। কেননা, আমার প্যানেলের সবাই চব্বিশের অভ্যুত্থানের অগ্রসৈনিক এবং ইতিবাচক পরিবর্তন চায়।

নয়া দিগন্ত : নির্বাচনে জয়লাভ করলে আপনার অঙ্গীকার কী?

আব্দুল কাদের : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কোটা আন্দোলনের মাধ্যমে জুলাই অভ্যুত্থানের সূচনা। ১৫ জুলাই ছাত্রলীগের হামলার পর থেকে আন্দোলনের মোড় ঘুরে যায়। অভ্যুত্থানের পর আমাদের চিন্তা ছিল ক্যাম্পাসের আমূল পরিবর্তন আনা, রাজনৈতিক কাঠামো সুস্পষ্ট করা। আমরা চাই ভিসি, প্রোভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্ট ও শিক্ষকদের নিয়োগ বিধিমালার আওতায় আনা হোক। শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা (আবাসন, খাদ্য, পাঠদান) নিশ্চিত করতে হবে। আমরা যদি শিক্ষকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারি এবং একটি রাজনৈতিক সমঝোতা তৈরি করতে পারি, তাহলে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

২২ ভাদ্র ১৪৩২

06 September 2025

প্রতিদিনের সংবাদ

নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন দাবি সাবেক ৩ ভিপির

● নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল নির্বাচন 'হাত-পা বেঁধে' করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সাবেক ভিপি আমানউল্লাহ আমান। একটি পক্ষকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই নিয়ম করেছে বলে মনে করেন তিনি।

পাশাপাশি ডাকসুর সাবেক ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও মাহমুদুর রহমান মান্না দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়ার দাবি করেছেন। তারা বলেছেন, অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারেও নির্বাচনের দিন-তারিখ উল্লেখ করে দেওয়ার জন্য। পরীক্ষার তারিখের মতোই ডাকসু নির্বাচনের তারিখও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে থাকতে হবে। এই ৩ সাবেক ভিপি নিয়মিত প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচন দাবি করেছেন।

পরীক্ষার তারিখের মতোই ডাকসু নির্বাচনের তারিখ অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে থাকতে হবে, এমন আশাবাদ রেখে ১৯৭২-৭৩ সেশনে ডাকসুর ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'প্রতি বছর এটা নিয়মিত হবে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের এমন ভয়েস যেন উঠে আসে।'

তিনি বলেন, 'শুধু ছাত্রদের ভেতর থেকে নেতা হবে, এমনটা সঠিক না। খালি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই নেতা হবে? কৃষক, শ্রমিক, অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেতা হবে না?'

সিপিবির সাবেক এই সভাপতি বলেন, 'নিয়মিত নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার নিয়ে সচেতন থাকতে পারবে। আমার প্রত্যাশা হলো, [illegible] দখলদারত্বের মাধ্যমে একটা [illegible] রাজনীতির অনুবন্ধ হিসেবে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল,

■ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মাহমুদুর রহমান মান্না, আমান উল্লাহ আমান

নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন

■ ১২ পৃষ্ঠার পর

সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং সবজায়গায় এটা চালু হতে হবে এবং এটা অব্যাহত থাকবে এবং সেখানে সাধারণ ছাত্রদের ভয়েস সামনে উঠে আসে।'

তিনি বলেন, 'শুধু ডাকসু নয়, প্রত্যেকটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রতি বছর নির্বাচন হওয়া উচিত। নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত।'

এবারের ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ডাকসুর সাবেক দুইবারের ভিপি (৭৯-৮০ ও ৮০-৮১ সেশন) মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'বিগত সময়ের মতো এবারের নির্বাচনে তেমন প্রচার প্রসার দেখছি না। হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় সে রকম রাজনীতি চায় না। [illegible] চায়। এ জন্য তেমন [illegible]।'

এবারের ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীরা আপনার কাছ থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতা নিতে এসেছে কিনা বা আপনার পক্ষের কোনো প্রার্থী আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার নিজের দল থেকেই তো ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে। তাদের একটা পরিচয় আছে। তো সে জায়গায় অন্য কেউ আমার কাছে এসে বা তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করলে তো ডাবল স্ট্যান্ড হয়ে গেলো। সেটা তো আবার ঠিক হবে না।'

এই নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে মান্না সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'না, তেমন কোনো শঙ্কা দেখছি না। হাইকোর্টের যে নির্দেশনা ছিল তা তো বহাল হয়নি, নির্বাচন হচ্ছে। আপাতত আর কোনো শঙ্কা দেখছি না।'

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা আসলে কতখানি, এমন প্রশ্নের জবাবে মান্না বলেন, 'ডাকসুর কমবেশি সবাই এখন জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো ডাকসুটাও নিয়মিত হয় না, অন্যান্য ক্যাম্পাসের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা বাদ দিলাম, কিন্তু এটা আসলে ঠিক না।' রাজনীতিতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ এবং স্মার্ট নেতৃত্ব তৈরি করার জন্য হলেও নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি আমানউল্লাহ আমান বলেন, 'ডাকসু হচ্ছে দেশের দ্বিতীয় সংসদ। ডাকসু নির্বাচন প্রতি বছরই হওয়া উচিত এবং ডাকসু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।'

১৯৯০-৯১ সেশনে ডাকসুর এই ভিপি বলেন, 'আমরা ডাকসুর সাবেক হিসেবে ক্যাম্পাসে যেতে পারছি না। সাবেক ছাত্ররা, তারাও যেতে পারছে না। এটা তো 'হাত-পা বেঁধে' একটা ডাকসু নির্বাচন করা হচ্ছে। এখানে তো ডাকসুর সাবেক নেতারা যেতে পারবেন না। সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, কথা বলতে পারবেন না। এ রকম তো কখনো হয়নি। এই প্রথম।'

এক প্রশ্নের জবাবে আমানউল্লাহ বলেন, 'হ্যাঁ। এটি প্রশাসন করছে। আমার মনে হয় এভাবে এটা করা ঠিক হয়নি। আগে কখনো এমন হয়নি। আমরা যখন ডাকসু নির্বাচন করি, নেতৃত্ব এসেছেন। জাতীয় নেতারা এসেছেন (ক্যাম্পাসে)। তারা প্যানেল পরিচিতিতে এসেছেন, বিভিন্ন হল প্যানেল পরিচিতিতে এসেছেন।'

এর নেপথ্যে কি রাজনীতি আছে বলে আপনার মনে হয়, জানতে চাইলে আমানউল্লাহ বলেন, 'এখানে অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য আছে। তাদের কোনো না কোনো চিন্তাভাবনা আছে যার জন্য তারা এটা করেছে। কী চিন্তা থাকতে পারে, সেটা আপনারা বুঝে নেন। কারণ ডাকসুতে একটা পক্ষ তো এবার প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে।'

'যাই হোক এ জন্যই আমি বলছি, আগামী এভাবে হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটতে বললে, সেই সাঁতারে কতটুকু টিকে থাকতে পারে সেটা আপনারা বুঝেন', উল্লেখ করেন আমান।

আমানউল্লাহ আমান জানান, ১৯৭৯-৮০-৮১ সেশনে ডাইনিংয়ে খাবারের জন্য ভর্তুকি করে দিয়েছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থাও তিনি সহজ করে দেন বলে জানান। তিনি এও উল্লেখ করেন, খালেদা জিয়াও প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় পরিবহন সমস্যার সমাধান করেছেন। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবারের নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল নিয়ে আমানউল্লাহ আমান বলেন, 'জুলাই আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। আন্দোলনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ভূমিকা রেখেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের ছাত্রসমাজ ভূমিকা রেখেছে। আবু সাঈদ শহীদ হয়েছেন। চট্টগ্রামের ছাত্রদলের ওয়াসিম শহীদ হয়েছেন। এ রকমভাবে অনেক ছাত্র-জনতা শহীদ হয়েছেন। ছাত্রদলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলী গুম হয়েছেন। ছাত্রনেতা সুমন গুম হয়েছেন। বর্তমানে ডাকসুর ছাত্রদলের যে প্রার্থী আবিদ, তিনিও একটি বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, 'এই সময় থাকার কথা ছিল তাদের, আমি রয়েছি আজকে এখানে।'

'অতএব, আমরা আন্দোলন করেছি, সংগ্রাম করেছি দেশের জন্য। দেশের মানুষের জন্য, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সেই আন্দোলনে অনেক সফল হয়েছি। অতএব, আগামী দিনে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যদি নির্বাচিত হয়, সেই ভূমিকা অতীতের মতো আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবে।'

কালবেলা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

ঢাকসুতে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে জুমার নামাজের পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ›› কালবেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে জুমার নামাজের পর প্রচার চালান ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ›› কালবেলা

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের শুক্রবার জুমার নামাজের পর মাস্টারদা সূর্যসেন হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ›› কালবেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের পাশে শুক্রবার সংবাদ সম্মেলন করে বাগছাসের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন জানিয়ে ভোট থেকে সরে দাঁড়ান 'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেলের মাহিন সরকার ›› কালবেলা

আবিদুল ইসলাম খান

কোনো প্যানেলের সঙ্গে জোটে যাচ্ছে না ছাত্রদল

কালবেলা প্রতিবেদক ››

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে হঠাৎ করে বিভিন্ন প্যানেলের মধ্যে নির্বাচনী জোট করার খবর চাউর হয়েছে। তবে ছাত্রদল সমর্থিত 'আবিদ-হামিম-মায়েদ' প্যানেল অন্য কোনো প্যানেলের সঙ্গে জোটে যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মুহসীন হলে জুমার নামাজের পর প্রচারকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।

ছাত্রশিবিরকে ঠেকাতে ছাত্রদল, বামপন্থি ও বাম সংগঠনগুলোর জোট হতে পারে বলে ফেসবুকে গুঞ্জন চলছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আবিদুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে আমি আসলে কিছুই জানি না। জানার সুযোগও নেই। প্রচার করতে গিয়ে এসব জানার সুযোগ হচ্ছে না। তবে এমন কোনো গুঞ্জন শুনে থাকলে তা ভিত্তিহীন। আমাদের প্যানেল কারও সঙ্গে জোট করবে না।

আবিদুল ইসলাম খান বলেন, একটি সুন্দর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশা রাখছি। কিন্তু শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে জায়গাটায় আমরা কনসার্ন জানিয়ে আসছি, সেটি হচ্ছে সাইবার বুলিং। প্রার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়া নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় সব প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের অধীন থাকে। তাদের নিরাপত্তা দেওয়া কমিশনের দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি, যদি আপনারা এ সাইটগুলো বন্ধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে গোটা জাতিকে আপনারা সেটি জানান যে, আসলে সেটি আপনারা পারছেন না। কারণ, ডাকসু নির্বাচন এখন আর শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় নয়, গোটা বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার বিষয়। গোটা বাংলাদেশের স্বার্থ এখানে জড়িত।

ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী বলেন, আমরা যখন প্রচারে যাচ্ছি, অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। এতদিন পরে এসে মনে হচ্ছে, আমরাই সঠিক ছাত্ররাজনীতির চর্চাটা করছি। শ্রদ্ধা, স্নেহ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও জবাবদিহির আওতায় ছাত্ররাজনীতি করছি।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাহিন সরকারের সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আবিদুল ইসলাম খান বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রতিক্রিয়া জানার পর তারা এটি নিয়ে মন্তব্য করবেন।

সাদিক কায়েম

নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ার আগ পর্যন্ত আমরা থামব না

কালবেলা প্রতিবেদক ››

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম বলেছেন, একজন শিক্ষার্থী যে ধরনের স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ার আগ পর্যন্ত আমরা থামব না। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে প্রচারকালে তিনি এসব কথা বলেন।

সাদিক কায়েম বলেন, শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমরা নির্বাচিত হলে আবাসন সংকট সমাধানে গুরুত্বারোপ করব। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক সমাধান হিসেবে শিক্ষার্থীদের আবাসন ভাতা দেওয়া হবে। পরে নতুন হল নির্মাণের মাধ্যমে এর স্থায়ী সমাধান করতে হবে।

এ ছাড়া তিনি ক্যান্টিনে খাবারের মান বৃদ্ধি, পুষ্টিবিদের মাধ্যমে মেন্যু নির্ধারণ ও খাবারের দাম নির্ধারণ, ক্ষুধা ও মেডিকেল সেন্টার আধুনিকায়ন, প্রতিটি হলে মেডিকেল সেন্টার স্থাপনের কথা জানান। এ সময় সাদিক কায়েম ভোটকেন্দ্রের অপ্রতুলতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন, সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান।

আব্দুল কাদের

ভিন্নমতধারী প্রার্থীরা অনলাইনে বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন

কালবেলা প্রতিবেদক ››

ডাকসু নির্বাচনে ভিন্নমত ধারণ করা প্রার্থীরা অনলাইনে বুলিং, ব্যক্তি আক্রমণ ও গালাগালের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর মাস্টারদা সূর্যসেন হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আব্দুল কাদের বলেন, ৫ আগস্টের আগে ভিন্নমত ধারণ করার কারণে অফলাইনে মারধর করা হতো। সরাসরি আক্রমণ করা হতো। গায়ে হাত তোলা হতো। কিন্তু এখন অনলাইনে বুলিং হচ্ছে। গায়ে হাত তোলার চেয়ে অনলাইনে নোংরা ভাষার ব্যবহার, গালাগাল আরও বিপর্যস্ত করে দেয়। শুধু আমার ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে না। ভিন্নমত ধারণ করেন—এমন সবার ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। একটা সময় গিয়ে মনে হয়েছে, একটু যেন দম ফেলে পড়েছি।

আব্দুল কাদের বলেন, অবশেষে আমাদের লড়াই-সংগ্রামের একটি গতি হতে যাচ্ছে। ২০১৯ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময় আমরা শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছি। কীভাবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সমুন্নত করা যায়, সে কাজ করেছি। তিনি বলেন, আমাদের স্বপ্ন মনে হয় সত্যি হচ্ছে। আমাদের নারীরা নির্ভয়ে ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করতে পারবে।

সংবাদ সম্মেলন

বাকেরকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন মাহিন

কালবেলা প্রতিবেদক ››

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন জানিয়ে ভোট থেকে সরে দাঁড়ালেন এনসিপির বহিষ্কৃত নেতা মাহিন সরকার। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের পাশে সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেন তিনি।

'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেলে জিএস পদে মনোনয়ন ফরম নেওয়ার পর গত ১৮ আগস্ট এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এ প্যানেল থেকে ভিপি পদে লড়ছেন জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ।

মাহিন সরকার বলেন, আমি ডাকসু নির্বাচনে এবার জিএস পদে প্রার্থী হয়েছি এবং তার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে, সব জায়গায় গণঅভ্যুত্থানের শক্তিদের মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন। সে জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে, আবু বাকের মজুমদার গণঅভ্যুত্থানের একজন অগ্রসেনানী। তিনি যদি জিএস পদে নির্বাচিত হতে পারেন, সেটি আমার বিজয় বলে সূচিত হবে। আমি আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন দিচ্ছি।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক এ সমন্বয়ক বলেন, যেহেতু এখন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই, সেহেতু প্রার্থীর তালিকায় মাহিন সরকারের নাম থাকবে; কিন্তু যারা আমাকে সমর্থন করেছেন, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকের উদ্দেশে আমি বলছি, আপনারা আবু বাকেরকে নির্বাচিত করুন।

মাহিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আবু বাকের মজুমদার বলেন, অনেকে আমাদের বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, আমরা যেন একত্রে যুক্ত হই। সে জায়গায় মাহিন আমাদের সহযোগিতা করেছেন। তিনি বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য আমি সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এদিকে আবু বাকেরকে মাহিন সরকারের সমর্থন দেওয়ার ঘটনায় সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন খালিদ অভিযোগ তুলে ফেসবুকে লেখেন, 'প্রার্থীকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য পার্সোনাল তথ্য অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যে ঘৃণ্য রাজনীতি আপনারা শুরু করেছেন, এটার শিকার একদিন আপনাদেরও হতে হবে, মনে রাখিবেন। আমাকে দমাতে না পেরে প্যানেল ভাঙার যে অপচেষ্টা আবারও করছেন, এটা ব্যাকফায়ার করে কোথায় যায়, একটু অপেক্ষা করে দেখেন।'

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবিতে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের নবীন বরণ

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান গত বৃহস্পতিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানসহ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি